ট্রিলিয়ন ডলারের সহজলভ্য এবং অনুদানভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক আর্থিক কাঠামোর সংস্কার অপরিহার্য

১. প্রারম্ভিকা

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত ও অস্থিরতার মধ্যেই আগামী ১১-২২ নভেম্বর ২০২৪ আজারবাইজানের বাকুতে ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন বা কপ-২৯ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা বলছে, প্রায় প্রতিটি জলবায়ু সম্মেলনই অনেক উচ্চাশা নিয়ে শুরু হলেও তা শেষ পর্যন্ত হতাশার মধ্য দিয়েই শেষ হয়। জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানির নিয়োগকৃত লবিস্ট ও সমাধানের ব্যাপারে উন্নত বিশ্বের বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি জলবায়ু সম্মেলনের গতিকে ক্ষুন্ন করে, এবং বাংলাদেশের মতো সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। 'দূষণকারী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য' নীতি অনুসরণে উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' ও 'নতুন' হিসেবে ২০২০ সাল থেকে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং প্যারিস চুক্তির আওতায় ২০২৫ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার অঙ্গিকার পুনর্ব্যক্ত করলেও উন্নত দেশগুলো তা রক্ষা করেনি। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১৩-এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত তহবিল প্রদানের বিষয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অথচ অনুদানের পরিবর্তে অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে জলবায়ু অর্থায়নের নামে তারা লাভজনক বিনিয়োগ বা ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে ও দুর্বল দেশগুলিকে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বৈদেশিক ঋণের ফাঁদে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং অধিক-ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর চাহিদা বিবেচনায় সহজলভ্য, অনুদানভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিত করতে আর্থিক কাঠামোর সংস্কার অপরিহার্য।

২. কপ-২৮ বা দুবাই জলবায়ু সম্মেলন ও আমাদের অভিজ্ঞতা

সদ্য অতীত দুবাই সম্মেলনের শুরুতে বহু আকাংখিত লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিলের ঘোষণা ছিল আশাব্যঞ্জক। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় অনুমিত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বাৎসরিক ক্ষতি দেড় ট্রিলিয়ন ডলারের বিপরীতে উন্নত দেশগুলোর সম্মিলিত ৭৯২ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি ছিল নিতান্তই নামমাত্র ও হতাশার। অভিযোজনের ক্ষেত্রে গ্লোবাল গোল অন অ্যাডাপটেশন (জিজিএ) পরিকল্পনা গৃহীত হওয়াটা ইতিবাচক হলেও তার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টা সুকৌশলে ধনীদেশগুলোর এড়িয়ে যাওয়া ছিল স্বল্পোন্নত ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য হতাশার। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে পর্যায়ক্রমে সরে আসার ঘোষণা ছিল কপ-২৮ এর উল্লেখযোগ্য অর্জন। প্রায় সব দেশ নবায়নযোগ্য শক্তি বৃদ্ধির বিষয়ে একমত হলেও বাস্তবায়নে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি তেমন একটা মেলেনি। উপরন্তু, জীবাশ্ম জ্বালানি'র ফেজ আউটের সাথে বৈশ্বিক ১.৫ ডিগ্রির বৈজ্ঞানিক যোগসূত্রকে সম্মেলনের প্রেসিডেন্টের প্রত্যাখ্যান ও এ খাতে নতুন করে ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ জীবাশ্ম জ্বালানি ফেজ-আউটে তাদের সদিচ্ছার বিষয়ে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। বরাবরের মতো ১০০ বিলিয়ন ডলারের শর্ত পূরণ, অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন বিষয়ে উল্লেখ করার মতো কোনো অগ্রগতি ছিলনা।

৩. কপ-২৯ [বাকু জলবায়ু সম্মেলন]; জলবায়ু অর্থায়ন ও আমাদের প্রত্যাশা

ক. এবারের সম্মেলন জলবায়ু অর্থায়নের; আসতে পারে নতুন তহবিল ঘোষণা

ধারণা করা হচ্ছে, বাকু সম্মেলন হবে জলবায়ু অর্থায়নের। জলবায়ু অর্থায়নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা এখানে হতে পারে। এবারের সম্মেলনে আজারবাইজানের ১৪টি উদ্যোগের নতুন প্যাকেজ ঘোষণার কথা রয়েছে। যার শীর্ষে রয়েছে, 'ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যাকশন ফান্ড (সিএফএএফ), যেখানে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশ ও তেল-গ্যাস-কয়লা কোম্পানিগুলো এই তহবিলে প্রথমবারের মতো অর্থায়ন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, প্রাথমিকভাবে এক বিলিয়ন ডলারের তহবিল সংগ্রহ করা হবে। আজারবাইজান হবে এই তহবিলের প্রতিষ্ঠাতা অর্থদাতা এবং ১০টি অর্থ প্রদানকারী দেশ এই তহবিলের শেয়ারহোল্ডার থাকবে।

খ. নতুন তহবিলের ভিড়ে জলবায়ু অর্থায়নের মূল এজেন্ডা যেন হারিয়ে না যায়

আমরা আশা করি, এলডিসি-এমভিসিভুক্ত ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে জলবায়ু অর্থায়নের ন্যায্যতা প্রসঙ্গে সম্মিলিতভাবে তাদের দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরবে। এবং নতুন তহবিল ঘোষণার ভিড়ে জলবায়ু অর্থায়নের মূল এজেন্ডা যেন এড়িয়ে না যায় সে বিষয়ে সোচ্চার থাকবে। বিশেষ করে- **(ক)** প্রশমন-অভিযোজন তহবিল ভারসাম্য দূর করতে অভিযোজনে বরাদ্দ বৃদ্ধি, **(খ)**

প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলারের কার্যকর বাস্তবায়ন ও ক্রমবর্ধিত বকেয়া পরিশোধ, (গ) সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর চাহিদা বিবেচনায় লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল বৃদ্ধি ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির অগ্রাধিকার, অনুদানভিত্তিক, সহজল্যতা বিবেচনায় রেখে সুস্পষ্ট কাঠামো প্রকাশ, (ঘ) এবং ২০২৫-পরবর্তী জলবায়ু অর্থায়নের নিউ-কালেক্টিভ কোয়ান্টিফাইড গোল [NCQG] নির্ধারণ হতে হবে বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ও ১০০ বিলিয়ন প্রতিশ্রুতির বাইরে, যা দরিদ্র এবং দুর্বল দেশগুলির চাহিদাগুলি সর্বোত্তমভাবে পূরণ করবে। (ঙ) এছাড়াও বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রথম গ্লোবাল স্টকটেক থেকে সুনির্দিষ্ট মাইলফলকসহ সুস্পষ্ট পদক্ষেপের বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা, সিদ্ধান্ত এবং এলডিসিভুক্ত দেশগুলো কর্তৃক জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) উল্লেখিত ২০৩০ সালের প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তহবিল বৃদ্ধি-প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি।

৪. বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি ও জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার

বৈশ্বিক ঝুঁকি সূচকের তথ্য বলছে, গত ২০ বছরে বাংলাদেশে ১৮৫টি দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছে, যার গড় আর্থিক ক্ষতি বছরে ৩.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। শুধু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ বিপদাপন্নতায় বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। অধিক জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে জলবায়ু অর্থায়নে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা থাকলেও চাহিদা-প্রতিশ্রুতি-প্রাপ্তির ব্যববধান অনেক।

কৌশলগত পরিকল্পনা	বার্ষিক অর্থায়ন পরিকল্পনা [টাকা]	বার্ষিক অর্থায়ন পরিকল্পনা [ডলার]
বিসিসিএসএপি ২০০৯	৮,৬০০ কোটি	০.৭৪ বিলিয়ন
বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ [স্বল্পমেয়াদী ধাপে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রয়োজন ৩৮ বিলিয়ন ডলার]	৬৩,৪১৪ কোটি	৫.৪২ বিলিয়ন
জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা [ন্যাপ]-২০২৩-৫০ [২৭ বছরে ২৩০ বিলিয়ন ডলার]	৯৯,৪৫০ কোটি	৮.৫ বিলিয়ন
জাতীয়ভাবে স্থিরবৃত অবদান [এনডিসি] ২০২১-২০৩০ [শর্তহীন প্রতিশ্রুতি অর্জনে নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগ করতে হবে]	৪১,৮৮৬ কোটি	৩.৫৮ বিলিয়ন
বার্ষিক অর্থায়ন প্রয়োজন	২১৩,৩৫০কোটি	১৮.২৪ বিলিয়ন

ক. প্রতিশ্রুতি মিলেছে। মেলেনি তহবিল; চাহিদা-প্রাপ্তির ব্যবধান বিস্তর

টিআইবির প্রতিবেদন বলছে, জলবায়ু মোকাবেলায় ২০২৫ সাল পর্যন্ত মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশের কমপক্ষে ১২ হাজার মিলিয়ন ডলার প্রয়োজনের বিপরীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অনুমোদিত হয়েছে মাত্র ১ হাজার ১৮৯.৫ মিলিয়ন ডলার, যা প্রয়োজনীয় অর্থের মাত্র ৯.৯%। চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের তথ্যমতে, জিসিএফ থেকে বাংলাদেশের জন্য এ পর্যন্ত ৫৬৪ মিলিয়ন ডলার অনুমোদনের বিপরীতে ছাড় হয়েছে ৬৩ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ গত ৯ বছরে প্রতিশ্রুত তহবিলের মাত্র ১০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত ৪টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই বছরে প্রয়োজন ১৮.২৪ বিলিয়ন ডলার। বিভিন্ন গবেষণার দাবি, বাস্তবে এই পরিমাণ দাঁড়াবে বছরে ৪০ বিলিয়ন ডলার।

খ. ঋণভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন; বাড়ছে মাথাপিছু ঋণের বোঝা

টিআইবির গবেষণা বলছে, প্রশমন প্রকল্পে বাংলাদেশ ২৫৬.৪ মিলিয়ন ডলার (৭৬.৯%) অনুমোদন পেলেও, অভিযোজন বিষয়ক প্রকল্পে পেয়েছে মাত্র ৭৬.৮ মিলিয়ন ডলার (২৩.১%)। এর মধ্যে জিসিএফ বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দিয়েছে ৭৫% এবং অনুদান দিয়েছে ২৫%। আর এদিকে চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের বিশ্লেষণ বলছে, গত ১৪ বছরে দেশে ঋণের সমষ্টিগত পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার। এতে মাথাপিছু জলবায়ু ঋণের পরিমাণ ৭৯ দশমিক ৬১ ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯ হাজার ৪৮৫ টাকা। অথচ ২০০৮ সাল পর্যন্ত এ খাতে মাথাপিছু কোনো ঋণই ছিলনা।

৫. ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক আর্থিক কাঠামোর সংস্কার প্রয়োজন

এটা স্পষ্ট যে, উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জলবায়ু অর্থায়নের নামে বাংলাদেশের মতো এলডিসি-এমভিসিভুক্ত দেশগুলোকে ক্রমাগত ঋণের ফাঁদে ফেলেছে। অনুদানভিত্তিক কার্যক্রম থেকে সরে গিয়ে তারা মুনাফাভিত্তিক কার্যক্রম বাড়াচ্ছে। প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল বাধ্যতামূলক না হয়ে ঐচ্ছিক হওয়ায় এবং এলডিসি-এমভিসিভুক্ত দেশগুলোর জন্য ঋণ ও অনুদানের বিষয়ে স্পষ্ট ন্যারেটিভ না থাকায় অনুদানভিত্তিক অর্থায়নে দিন দিন অনিশ্চয়তা বাড়ছে। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো যখন জিসিএফের নির্ধারিত কঠিন মানদন্ডের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক বিনিয়োগ বা ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করছে। জিসিএফ থেকে এ পর্যন্ত প্রদত্ত তহবিলের মাত্র ৪৫% অনুদান, বাকি ৫৫% ঋণ দেয়া হয়েছে, যা কানকুন চুক্তির আওতায় গঠিত জিসিএফের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের তথ্য বিশ্লেষণ করে ডেবট জাস্টিসের দ্য-গার্ডিয়ানে প্রকাশিত প্রতিবেদন বলছে, জলবায়ুর ভুক্তভোগী ৫০টি দেশের ঋণের বোঝা বেড়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অ্যানেক্স-১ ভুক্ত দেশগুলো সুকৌশলে তাদের ঐতিহাসিক দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা মনে করি, বিদ্যমান জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন না হলে অর্থলগ্নীকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণের ফাঁদে পড়ে

এলডিসি-এমভিসিভুক্ত দেশগুলো নিকট ভবিষ্যতে ভয়ংকর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে।

৬. বিলিয়ন নয়, ট্রিলিয়ন ডলার বরাদ্দ চাই; ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলির চাহিদা বিবেচনায়, নতুন, অতিরিক্ত, সহজলভ্য ও অনুদানভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা [NCQG] নির্ধারণ করতে হবে

নিউ কালেকটিভ কোয়ান্টিফাইড গোল (NCQG) বিষয়ক আলোচনা বেশ কিছু বছর ধরে চললেও এবারের জলবায়ু সম্মেলনে বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে। এলডিসি, ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো শিল্পোন্নত দেশগুলো দ্বারা সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে ও গভীর অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। অতএব, উক্ত দেশগুলির চাহিদা সর্বোত্তমভাবে পূরণের অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে নতুন জলবায়ু আর্থিক লক্ষ্যে পৌঁছনো জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং আসন্ন সম্মেলনে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং সকল প্রকার সহযোগীতা [আর্থিক ও কারিগরী] নিশ্চিত করার জন্য প্যারিস চুক্তিতে CBDR-RC নীতি অনুসরনই হচ্ছে একমাত্র কৌশল যেখানে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলোকে শর্তবিহীন, চাহিদা অনুযায়ী ও পর্যাপ্ত সহযোগীতা নিশ্চিতা করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই দৃষ্টিকোন থেকে NCQG অর্থায়নের ভবিষ্যত রুপরেখা ও কর্মকাঠামো হতে পারে;

- NCQG অর্থায়ন কৌশল হতে হবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে রাখাতে সকল কর্মকৌশল [প্রশমন, অভিযোজন এবং ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা] বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে মাথায় রেখে এবং এ সকল লক্ষ্যকে সমন্বয় করার মাধ্যমে।
- NCQG অর্থায়ন কৌশল পৃথকভাবে প্রশমন, অভিযোজন এবং ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ক কর্মসুচি বাস্তবায়নের আলাদা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন এবং তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদা প্রনয়ন করবে।
- NCQG অর্থায়ন কৌশল এবং সম্পদ সমাহারনের ক্ষেত্রে ধনী এবং উন্নয়নশীল কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলোকেই অর্থায়ন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই collectivism এর নামে দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোকে আর্থিক অবদান রাখতে চাপ বা বাধ্য করা যাবে না।
- NCQG অর্থায়ন কৌশল এবং এর বাস্তবায়ন দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য সম্পুর্ন অনুদানভিত্তিক [Fully Grant based], উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য উচ্চমাত্রায় আর্থিক ছাড়যুক্ত বা রেয়াতযোগ্য [Highly Concessional]।

৭. ২০২৫ সালের মধ্যে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর অভিযোজন তহবিলের বরাদ্দ ন্যূনতম দ্বিগুণ-শতভাগ অনুদানভিত্তিক ও সময়াবদ্ধ করতে হবে

গ্লাসগো সম্মেলনে দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলোর জন্য অভিযোজন অর্থায়নের পরিমাণ ২ হাজার কোটি ডলার থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বাড়িয়ে প্রতি বছর দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বৈশ্বিক উত্তরের দেশগুলো। ২০২৪ সালে এসে বাস্তবতা বলছে, ২ হাজার কোটি ডলারের অঙ্ক নিচের দিকে যাচ্ছে। UNEP-এর সর্বশেষ গ্যাপ প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবগুলো কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য চলতি দশকে ২১৫ বিলিয়ন থেকে ৩৮৭ বিলিয়ন পর্যন্ত বার্ষিক আর্থিক প্রতিশ্রুতি ও বরাদ্দ প্রয়োজন। অথচ জিসিএফ মাত্র ৫ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছে। অভিযোজনে অর্থায়নের ব্যবধান প্রতি বছর ১৯৪-৩৬৬ বিলিয়ন ডলার। অভিযোজন ও প্রশমনের ক্ষেত্রে ৫০:৫০ তহবিল বরাদ্দের বিবেচনার কথা থাকলেও ক্লাইমেট পলিসি ইনিশিয়েটিভ বলছে, বিশ্ব এখন অভিযোজনে বছরে ৫০ বিলিয়নেরও কম খরচ করে, যা সামগ্রিকভাবে মোট জলবায়ু বিনিয়োগের ১০% এরও কম। এই সম্মেলনে সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে উন্নয়নশীল দেশগুলি কপ-৩০ এর আগে তাদের জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। NCQG-এর আলোচনায় উন্নত দেশগুলির প্রতিশ্রুত তহবিলের ক্রমবর্ধিত বকেয়া এবং একইসাথে CBDR-RC নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার বিষয়গুলো দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করা দরকার।

৮. লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অগ্রাধিকার। এটি হতে হবে অনুদানভিত্তিক, সহজলভ্য ও প্রতিশ্রুতি পূরণের বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে [ভালনারেবল টোয়েন্টি গ্রুপ] ভি-২০ দেশগুলির অর্থনীতিতে আনুমানিক ৫২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বার্ষিক ৪৪৭-৮৯৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বার্ষিক প্রায় ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে উন্নত দেশগুলোর সমন্বিত অনুদান ৭৯২ মিলিয়ন ডলার ঘোষণা নিতান্তই নামমাত্র। অভিজ্ঞতা বলছে, ধনী দেশগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিলেও বাধ্যবাধকতা না থাকার সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা তা পুরণ করেনা। তাই এলএন্ডডি তহবিলের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত। অন্যথায়, অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মতো সময়ের ব্যবধানে এটাও প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হতে পারে।

- শিল্পোন্নত দেশগুলো যেন জিসিএফ ও অভিযোজন তহবিলের অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে লস এন্ড ড্যামেজ তহবিলে বরাদ্দ না দেয়, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে। জিসিএফের মতো কঠিন শর্তের বেড়াজালে নয় এটা হওয়া উচিৎ অনুদানভিত্তিক, সহজলভ্য, দ্রুত, বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন ও ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর অগ্রাধিকারভিত্তিক।
- ক্ষয়ক্ষতি কমাতে চলমান প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন যেমন- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকলে এই তহবিলে নতুন ও অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তিতে জটিলতা দেখা দেবে।
- অ-অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি বিনিয়োগে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। যেমন-দুর্যোগকালীন সময়ে কর্মঘন্টা হ্রাস, সাংস্কৃতিক- ঐতিহ্য হারনো এবং শিক্ষা সুবিধা ইত্যাদি।
- উন্নত বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক প্রতিশ্রুতি, ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও খরচের উপর ভিত্তি করে তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং জলবায়ু ন্যায়বিচারের নীতি বজায় রাখতে হবে।

৯. বৈশ্বিক-তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এলডিসিভুক্ত দেশগুলির এনডিসি বাস্তবায়নে তহবিল বৃদ্ধি, প্রযুক্তির হস্তান্তর ও কার্বন নির্গমণ হ্রাসে সময়সীমাবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা

গ্লাসগো জলবায়ু সম্মেলন থেকে বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প যুগের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখায় যে সম্মতি এসেছিল, তাতে মাত্র ৫৪টি দেশ এখন পর্যন্ত কার্বন নিঃসরণসংক্রান্ত নতুনভাবে জাতীয় পরিকল্পনা জমা দিয়েছে। সংখ্যাটা নিতান্তই কম। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, কার্বন নিঃসরণে এ পর্যন্ত দেওয়া প্রতিশ্রুতি সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। যেভাবে চলছে, তাতে বিপর্যয়করভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ২.৫-৩ ডিগ্রির দিকেই ধাবিত হচ্ছে। তাই কথায় নয়, বাস্তবে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে কোন দেশ কতটা অগ্রগতি অর্জন করেছে তার প্রকৃত চিত্র-প্রকাশ জরুরি।

- ২০৩০ সালের মধ্যে ৪৩% কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী প্রতিটি সদস্যকে নিজ দেশের গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি,পরিমাণ ও অর্জনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে।
- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবহার বন্ধে অঙ্গীকার নয়, সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা জরুরি। বিশেষত, ৫৩ টি বৈশ্বিক কোম্পানি যারা ৮০% শিল্প গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী, তাদের এটি বন্ধ করার সময়-নির্ধারণ করে দিতে হবে।
- বাংলাদেশসহ এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর এনডিসিতে বর্ণিত ২০৩০ সালের প্রশমণ লক্ষ্যগুলি বৈশ্বিক ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য করতে এলডিসিভুক্ত দেশগুলিতে চাহিদা অনুযায়ী অনুদানভিত্তিক তহবিল ও প্রযুক্তির হস্তান্তর বাড়াতে হবে, উন্নত দেশগুলোর এর দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।

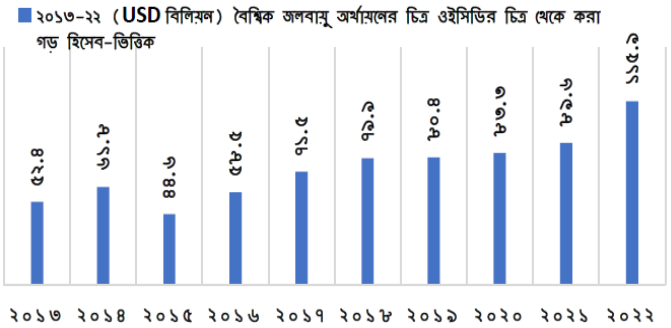

১০. প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়ন বরাদ্দে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জরুরি

অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট [OECD]-এর প্রতিবেদন বলছে, ২০২২ সালে উন্নত বিশ্ব, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দেয়া প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়নের মোট ১১৫.৯ বিলিয়ন ডলার সরবরাহ করেছে, ও প্রথমবারের মতো বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। অক্সফাম বলছে, ওইসিডির হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেওয়া ঋণও এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু উন্নত বিশ্ব ১টি সাধারণ বাজেট কোডের মাধ্যমে অর্থায়ন করে, সেখানে জলবায়ু অর্থ বরাদ্দ ও সাধারণ বরাদ্দ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সেখানে ডাবল কাউন্টিং হচ্ছে কিনা বোঝার উপায় নেই।

- জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ কোডের পরিবর্তে পৃথক অর্থায়ন কোড ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় জলবায়ু অর্থায়নে কতটা বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তা পরিমাপ করা অসম্ভব। অনেকের মতে, এখানে যথেষ্ট স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে, যা ১০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কৌশলমাত্র।
- UNFCCC অনুমোদিত Enhanced Transparency Framework [ETFs]-এর আলোকে প্রতিশ্রুত অর্থায়নের উপর প্রতিবেদন তৈরিতে উন্নত দেশগুলোকে সম্মত করাতে চাপ প্রয়োগ করতে হবে ও সর্বসম্মতভাবে জলবায়ু অর্থায়নের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারন করতে হবে; প্রশমন ও অভিযোজন উভয় ক্ষেত্রেই এটা জরুরি।

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি [প্রযত্নে: কোস্ট ফাউন্ডেশন]
ঠিকানা: মেট্রো মেলোডি, বাড়ী-১৩, রোড নং-০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।